Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফকির মহম্মদ আলী

রোলঃ 228011321


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

### দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফকির মহম্মদ আলী

রোলঃ 228011321

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফকির মহম্মদ আলী, আইডিঃ 228011321 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

**ফকির মহম্মদ আলী**

আইডিঃ 228011321

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


অধ্যায় ১: ভূমিকা.......................................................................................6

অধ্যায় ২: যাকাতের পরিচয় ও বিধান.........................................................................8

অধ্যায় ৩: কোরআনের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব........................................................13

অধ্যায় ৪: হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব............................................................17

অধ্যায় ৫: দারিদ্র্য ও এর কারণসমূহ : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি...............................................21

অধ্যায় ৬: যাকাতের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি.....................................................................25

অধ্যায় ৭: যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন : নবী (সা.) ও খলাফায়ে রাশেদীনের যুগে............29

অধ্যায় ৮: আধুনিক সমাজে যাকাত ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়....................................33

অধ্যায় ৯: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাকাতের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা............................38

অধ্যায় ১০: উপসংহার ও সুপারিশমালা........................................................................43

# অধ্যায় ১: ভূমিকা

## ১.১ প্রেক্ষাপট

দারিদ্র্য একটি বিশ্বব্যাপী সামাজিক ব্যাধি যা মানুষের মৌলিক অধিকার যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, সম্পদের একচেটিয়া মালিকানা, বৈষম্যমূলক সামাজিক কাঠামো প্রভৃতি কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দারিদ্র্য নিরসনের কার্যকর ও ন্যায্য পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ধনী-গরিবের মধ্যে সাম্য ও ভারসাম্য বজায় রাখতে যাকাতকে একটি ফরজ ইবাদত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যাকাত কেবল ইবাদত নয়; এটি সামাজিক কল্যাণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ধনসম্পদের প্রবাহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিকে প্রবাহিত হয়।

## ১.২ বিষয় নির্বাচনের কারণ

এই গবেষণার বিষয় নির্বাচনের মূল কারণ হলো, যাকাতের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কী পরিমাণ সম্ভাবনা রয়েছে, তা ইসলামের মূল উৎস কোরআন ও হাদীসের আলোকে যাচাই করা। সমসাময়িক মুসলিম সমাজে যাকাতের প্রকৃত রূপরেখা ও উদ্দেশ্য অনেকাংশে অজানা বা অবহেলিত। ফলে এ বিষয়ে একটি গভীর, দলিলভিত্তিক গবেষণা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।

## ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো:

- কোরআন ও হাদীসে যাকাত সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা বিশ্লেষণ করা
- যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা
- আধুনিক সমাজে যাকাত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও করণীয় নির্ধারণ করা

## ১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণাটি প্রধানত ইসলামি ধর্মগ্রন্থ কোরআন, হাদীস এবং প্রসিদ্ধ তাফসীর ও ফিকহগ্রন্থের আলোকে পরিচালিত হবে। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাম্প্রতিক তথ্য ব্যবহার করা হবে। গবেষণা সময়সীমা ও উৎসসীমিত হওয়ায় কিছু দিক হয়তো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

## ১.৫ গবেষণার পদ্ধতি ও উপকরণ

এই গবেষণায় প্রধানত গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ:

- প্রাথমিক উৎস: কোরআন, সহীহ হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ
- মাধ্যমিক উৎস: ইসলামি অর্থনীতির বই, গবেষণাপত্র, জার্নাল, রিপোর্ট
- কিছু পরিসংখ্যান ও সমসাময়িক ডেটা: বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) ইত্যাদি

# অধ্যায় ২: যাকাতের পরিচয় ও বিধান

## ২.১ যাকাতের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

“যাকাত” শব্দটি এসেছে আরবি **زكاة** শব্দ থেকে, যার আভিধানিক অর্থ—পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি, প্রবৃদ্ধি ও বরকত।

শরিয়তের পরিভাষায়—**নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে**।

ইসলামে যাকাত এমন এক ফরজ ইবাদত, যা ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

**আল্লাহ বলেন:**

**خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

“তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, এর মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র করো ও পরিশুদ্ধ করো এবং তাদের জন্য দো‘আ করো। নিশ্চয় তোমার দো‘আ তাদের জন্য শান্তির কারণ। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।”

— *সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৩*

## ২.২ যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলি

যাকাত আদায়ের জন্য যেসব শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক:

১. **ইসলাম গ্রহণ**: যাকাত শুধু মুসলমানদের ওপর ফরজ।

২. **বালেগ ও আকিল (প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান)**

৩. **সম্পদের মালিক হওয়া**: হালাল ও নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া চাই।

৪. **সম্পদে প্রবৃদ্ধি থাকা** (نامی مال)

৫. **এক হিজরি বছর অতিক্রম হওয়া** (حولان الحول)

৬. **নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া**

**হাদীস:**

**لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلاَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ**

"মুসলমানের ব্যবহৃত ঘোড়া ও দাসে যাকাত নেই।"

— *সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৪৬৪*

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তিগত ব্যবহারের সম্পদে যাকাত ফরজ নয়।

## ২.৩ নিসাব ও যাকাতযোগ্য সম্পদ

**نصاب (নিসাব)** হল সেই পরিমাণ সম্পদ, যার মালিক হলে যাকাত ফরজ হয়।

| সম্পদের ধরন | নিসাব | যাকাতের হার |
|---|---|---|
| স্বর্ণ | ২০ মিসকাল ≈ ৮৭.৪৮ গ্রাম | ২.৫% |
| রূপা | ২০০ দিরহাম ≈ ৬১২.৩৬ গ্রাম | ২.৫% |
| নগদ অর্থ | রূপার মূল্যের ভিত্তিতে | ২.৫% |
| ব্যবসায়িক পণ্য | মোট মূল্যের উপর | ২.৫% |

**উদাহরণ:**

কোনো ব্যক্তি যদি হিজরি বছরের শেষে ১,০০,০০০ টাকা সঞ্চিত রাখে এবং তা নিসাব পরিমাণের বেশি হয়, তবে যাকাত আদায় করতে হবে:

**১,০০,০০০ × ২.৫% = ২,৫০০ টাকা**

## ২.৪ যাকাত আদায়ের খাতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা কোরআনে যাকাতের জন্য আটটি খাত নির্ধারণ করেছেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যাকাত তো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

*— সূরা আত-তাওবা, ৯:৬০*

## ২.৫ যাকাতের হিকমা (দৈবিক ও সামাজিক উপকারিতা)

### (ক) দৈবিক উপকারিতা:

- আত্মার পরিশুদ্ধি ও অহংকার দূরীভূত হয়
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

"নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।"

*— সূরা আল-আ'লা, ৮৭:১৪*

### (খ) সামাজিক উপকারিতা:

- ধনীদের সম্পদের ভারসাম্য গরিবদের মাঝে পৌঁছে যায়
- গরিবের অধিকার রক্ষা হয়

- দারিদ্র্য হ্রাস পায় এবং চুরি, হিংসা ইত্যাদি কমে যায়

**وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ**

"তাদের সম্পদে প্রার্থীর ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।"

— *সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:১৯*

# অধ্যায় ৩: কোরআনের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব

## ৩.১ যাকাত কোরআনের মৌলিক নির্দেশাবলির অন্যতম

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বারবার যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম এবং মুসলমানদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক ইবাদত। কোরআনে বহু আয়াতে নামায ও যাকাতকে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, যা যাকাতের গুরুত্বকে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরে।

**আল্লাহ বলেন:**

**وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَآتُوا ٱلزَّكَوٰةَ**

"তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।"

— সূরা আল-বাকারা, ২:৪৩

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, নামায ও যাকাত উভয়ই ইসলামী জীবনের ভিত্তি এবং উভয়ের সম্মিলিত বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পূর্ণতা পায় ইসলামী চরিত্র।

## ৩.২ যাকাত আদায়ের মাধ্যমে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায়

আল্লাহ তা'আলা কোরআনে যাকাতকে ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা মু'মিনদের পরিচয় বহন করে। যাকাত না দেওয়া মানে ধর্মীয় কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হওয়া।

**আল্লাহ বলেন:**

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ

"তাদেরকে তো একমাত্র এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। এটাই সঠিক ধর্ম।"

— সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, যাকাত একনিষ্ঠ ইবাদতেরই একটি অংশ এবং পরিপূর্ণ দ্বীন পালনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

### ৩.৩ যাকাত না দেওয়া গুরুতর অপরাধ

যারা সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে কিন্তু যাকাত প্রদান করে না, কোরআনে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। যাকাত অবহেলার কারণে ব্যক্তি যেমন গুনাহগার হয়, তেমনি সমাজেও অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

**আল্লাহ বলেন:**

**وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ**

"যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না—তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।"

— সূরা আত-তাওবা, ৯:৩৪

**يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ**

"সেদিন সেই স্বর্ণ-রূপাকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তা

দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্ব ও পিঠ দগ্ধ করা হবে।"

— সূরা আত-তাওবা, ৯:৩৫

এই আয়াতগুলো যাকাত অবহেলার ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করে এবং মুসলমানদেরকে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সজাগ করে তোলে।

## ৩.৪ সমাজে ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় যাকাতের ভূমিকা

যাকাত শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং একটি শক্তিশালী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটি ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা করে, দরিদ্রদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

**আল্লাহ বলেন:**

**كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ**

"যাতে করে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"

*— সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭*

এই আয়াত আমাদের জানিয়ে দেয় যে, যাকাতের মাধ্যমে ধন-সম্পদ সমাজের সব শ্রেণির মধ্যে বণ্টিত হয় এবং অর্থনৈতিক শোষণ প্রতিরোধ সম্ভব হয়।

## ৩.৫ উপসংহার

পবিত্র কোরআনে যাকাতের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এটি মুসলমানদের জন্য শুধু ফরজ ইবাদত নয়, বরং একটি সামাজিক দায়িত্বও। কোরআনের আলোকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যাকাত ইবাদতের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

# অধ্যায় ৪: হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব

## ৪.১ যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি

যাকাত ইসলামের মৌলিক ভিত্তি। হাদীস শরীফে যাকাতকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

**রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:**

**بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**

"ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি ভিত্তির ওপর: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল—এই সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ পালন করা এবং রমজান মাসে রোজা রাখা।"

— সহীহ বুখারী: ৮, সহীহ মুসলিম: ১৬

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যাকাত একটি মৌলিক স্তম্ভ, যার মাধ্যমে ইসলামের আর্থিক কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে।

## ৪.২ যাকাত আদায় না করলে শাস্তির ঘোষণা

হাদীসে যাকাত অবহেলার জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ধন-সম্পদ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত; এর হক আদায় না করলে জবাবদিহি করতে হবে।

**রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:**

**مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ**

“যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার মালিক হয়ে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে এবং তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে তার পাশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে।”

— *সহীহ মুসলিম: ৯৮৭*

এই হাদীসটি পূর্বে উল্লিখিত কোরআনের আয়াতের (সূরা তাওবা ৯:৩৪–৩৫) বাস্তব ব্যাখ্যা বহন করে।

## ৪.৩ খলিফা আবু বকর (রা.)-এর অবস্থান

খলিফা আবু বকর (রা.) যাকাত না দেওয়া একটি বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করেছিলেন এবং এ জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

**তিনি বলেছিলেন:**

وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ

"আল্লাহর কসম! আমি তাদের সঙ্গে অবশ্যই যুদ্ধ করব যারা নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করে; কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক।"

*— সহীহ বুখারী: ১৩৯৯*

এটি প্রমাণ করে যাকাতের গুরুত্ব শুধু ব্যক্তি ইবাদত নয়, বরং তা ইসলামী রাষ্ট্রের আইনি ও নীতিগত স্তম্ভ।

## ৪.৪ যাকাত সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকর উপায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতকে একটি মহান পদ্ধতি হিসেবে বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি দরিদ্র, বিধবা, এতিম, মুসাফির ও ঋণগ্রস্তদের মধ্যে যাকাত বিতরণ করতেন।

**হাদীসে এসেছে:**

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর এক সদকা (যাকাত) ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।"

*— সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত: হাদীস ১৩৯৫*

এটি একটি সামাজিক ভারসাম্যের প্রক্রিয়া যেখানে সমাজের ধনীদের অর্থ দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।

## ৪.৫ যাকাত আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম

**রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:**

**الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ**

"সদকা (যাকাত) হলো ঈমানের প্রমাণ।"

— *সহীহ মুসলিম:* ২২৩

যাকাত একজন মুসলমানের দানশীলতা, আত্মত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ। এটি আত্মার লোভ-মোহ দূর করে এবং ব্যক্তিকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছায়।

## ৪.৬ উপসংহার

হাদীসের আলোকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যাকাত ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর গুরুত্ব এত বেশি যে, প্রিয় নবী (সা.) নিজে তা বাস্তবায়ন করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম প্রয়োজনে জীবন দিয়েও তা রক্ষা করেছেন।

যাকাত না দেওয়া শুধু ধর্মীয় গাফিলতি নয়, বরং তা সমাজের প্রতি চরম অন্যায়। হাদীসের শিক্ষায় প্রমাণিত হয়—যাকাত আদায় একজন মুসলিমের ঈমান, মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার বাস্তব প্রতিফলন।

# অধ্যায় ৫: দারিদ্র্য ও এর কারণসমূহ : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

## ৫.১ দারিদ্র্য কী?

“দারিদ্র্য” শব্দটি আরবি ভাষায় “ফাকর” (فقر) ও “মিসকিন” (مسكين) শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় দারিদ্র্য বলতে এমন একজন মানুষকে বোঝানো হয়, যার মৌলিক চাহিদা—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা—পর্যাপ্তভাবে পূরণ হয় না। কোরআন ও হাদীসে দারিদ্র্যকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার প্রতিকার রয়েছে ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে।

## ৫.২ কোরআনে দারিদ্র্যের আলোচনা

আল্লাহ তাআলা দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে এর মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে দান, সদকা ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন।

**আল্লাহ বলেন:**

**إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ**

“নিশ্চয়ই সদকা (যাকাত) ফকির-মিসকিনদের জন্য।”

— সূরা আত-তাওবা, ৯:৬০

এ আয়াতে যাদেরকে যাকাত দেওয়ার অধিকার আছে, তাদের মধ্যে দরিদ্রদেরকে সর্বাগ্রে রাখা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, দারিদ্র্য বিমোচন ইসলামী অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৫.৩ হাদীসে দারিদ্র্যের প্রভাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ দারিদ্র্যকে ভয়ঙ্কর বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অনেক সময় দারিদ্র্য মানুষকে কুফর (অবিশ্বাস) বা গুনাহের পথে ঠেলে দেয়।

**তিনি বলেন:**

**كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا**

"দারিদ্র্য প্রায় কুফরের সমতুল্য হয়ে যায়।"

— বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৬৬০৭

এই হাদীস বোঝায় যে, দারিদ্র্য শুধু একটি অর্থনৈতিক সমস্যা নয়; বরং তা আত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতার কারণও হতে পারে।

## ৫.৪ দারিদ্র্যের প্রধান কারণসমূহ (ইসলামী বিশ্লেষণ)

**১. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সম্পদ বণ্টনের ব্যর্থতা**

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত, সদকা, ওয়ারিশি বিধান, ইনসাফপূর্ণ মজুরি—এসব বাস্তবায়ন না হওয়াই দারিদ্র্যের মূল কারণ।

**২. সঞ্চয় ও পুঁজির অসম বণ্টন**

ধনীরা সম্পদ জমা করে রাখে, ফলে সম্পদ একটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। কোরআন এই ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেছে।

**كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ**

"যাতে করে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"

— সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭

**৩. বেকারত্ব ও অলসতা**

কাজের প্রতি উদাসীনতা ও পরিশ্রমবিমুখ মানসিকতা অনেক সময়

দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাদীসে শ্রমকে গৌরব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

**মুহাম্মদ ﷺ বলেন:**

“তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে, তবুও সেটা তার জন্য উত্তম, বরং মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে।”

*— সহীহ বুখারী: ১৪৭১*

**৪. অপচয় ও অপব্যয়**

**إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ**

“অপচয়কারী শয়তানের ভাই।”

*— সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৭*

অতিরিক্ত খরচ ও অর্থের অপচয় দারিদ্র্যের আরেকটি উৎস।

## ৫.৫ ইসলামে দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে দারিদ্র্য কোনো অভিশাপ নয়; তবে এটি থেকে মুক্তি পাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইসলাম দরিদ্রদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির আহ্বান জানায়, কিন্তু একইসঙ্গে তাদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

**বলেন:ﷺরাসূলুল্লাহ**

**اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى**

“উপরের হাত (দানকারী) নিচের হাতের (গ্রহীতা) চেয়ে উত্তম।”

*— সহীহ বুখারী: ১৪২৯*

৫.৬ উপসংহার

দারিদ্র্য একটি বহুস্তরবিশিষ্ট সমস্যা যার মূলে রয়েছে সম্পদ বণ্টনের অসমতা, উদ্যমহীনতা, অপচয়, ও আর্থ-সামাজিক অব্যবস্থাপনা।

ইসলামের চোখে দারিদ্র্য দূরীকরণ শুধু দয়া নয়, বরং একটি ফরজ দায়িত্ব। ইসলাম যাকাত, সদকা ও ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্যের শেকড় কাটতে চায়। তাই ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনে শরিয়াহভিত্তিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা জরুরি।

# অধ্যায় ৬: যাকাতের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

## ৬.১ ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক অর্থব্যবস্থা যেখানে মূল লক্ষ্য হলো সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা। যাকাত এই ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। এটি শুধু ধর্মীয় ইবাদত নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক নীতিমালা যা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনে।

## ৬.২ অর্থনীতিতে যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য

যাকাতের অর্থনৈতিক লক্ষ্য তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

**১. সম্পদের সঞ্চালন (Circulation of Wealth):**
যাকাত ধনীদের সঞ্চিত সম্পদ সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মাঝে বিতরণ করে অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখে।

**২. চাহিদার ভারসাম্য সৃষ্টি:**
দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সহায়তা সরবরাহ করে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করে।

**৩. সমাজে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি:**
দরিদ্রদের হাতে নগদ অর্থ পৌঁছালে তারা কেনাকাটায় সক্ষম হয়, ফলে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি চাঙা হয়।

## ৬.৩ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা

### ক. দারিদ্র্য বিমোচন

যাকাতের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হলো গরিবদের সহযোগিতা করে দারিদ্র্য বিমোচন। ইসলাম বলেছে—

**خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا**

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, যার মাধ্যমে তুমি তাদের পরিশুদ্ধ করবে ও তাদের বৃদ্ধি ঘটাবে।"

— সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৩

## খ. সম্পদের কেন্দ্রিকতা রোধ

অর্থনীতিতে একটি প্রধান সমস্যা হলো ধন-সম্পদের কিছু গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া। যাকাত এই অসমতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ**

"যাতে করে ধন-সম্পদ শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"

*— সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭*

### গ. বেকারত্ব হ্রাস

যাকাতের অর্থ দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা, কারিগরি কাজ বা স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। অনেক ইসলামী দেশে যাকাত ভিত্তিক প্রকল্পে বেকারদের প্রশিক্ষণ ও মূলধন সহায়তা দিয়ে স্বাবলম্বী করা হয়।

## ৬.৪ যাকাত বনাম কর (Tax)

| দিক | যাকাত | প্রচলিত কর (Tax) |
|---|---|---|
| উৎস | ধর্মীয় নির্দেশ | রাষ্ট্রীয় আইন |
| হার | নির্দিষ্ট (সাধারণত ২.৫%) | পরিবর্তনশীল |
| লক্ষ্য | দরিদ্রদের কল্যাণ | রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ |
| পরিণাম | আত্মশুদ্ধি ও সমাজকল্যাণ | শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রহ |

যাকাত ব্যক্তির আত্মিক ও সামাজিক দায়িত্বের প্রতি সচেতন করে, যা করব্যবস্থায় অনুপস্থিত।

## ৬.৫ বাস্তব উদাহরণ

**মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবে যাকাত ব্যবস্থাপনা:**

মালয়েশিয়ায় যাকাত ফান্ড দিয়ে গৃহহীনদের ঘর নির্মাণ, দরিদ্রদের ব্যবসা সহায়তা এবং বৃত্তি দেওয়া হয়। সৌদি আরবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, যা সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

## ৬.৬ যাকাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ন্যায্যতা

ইসলামী অর্থনীতির একটি মূলনীতি হলো—**"মালের মধ্যে গরিবদের হক আছে।"**

যাকাত এই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় একটি কার্যকর উপায়।

**وَفِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ**

"তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থীর ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।"

— সূরা আদ-ধারিয়াত, ৫১:১৯

## ৬.৭ উপসংহার

যাকাত শুধু ধর্মীয় দানের নাম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক সিস্টেম যা ধনী-দরিদ্র ব্যবধান কমিয়ে সমাজে ভারসাম্য আনে। এটি দারিদ্র্য কমায়, সম্পদ ঘূর্ণায়মান রাখে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। আধুনিক অর্থনীতিতে যেখানে কর আদায়ে অনৈতিকতা ও অসাম্য প্রকট, সেখানে যাকাত এক মানবিক ও ন্যায্য অর্থনৈতিক বিকল্প।

# অধ্যায় ৭: যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন : নবী (সা.) ও খলাফায়ে রাশেদীনের যুগে

## ৭.১ ভূমিকা

যাকাত একটি ফরজ ইবাদত হওয়ার পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্তম্ভ। কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী নবী করিম ﷺ যাকাত ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে পরিণত করেন এবং পরবর্তী খলাফায়ে রাশেদীনগণ এই ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করেন। এ অধ্যায়ে আমরা যাকাত বাস্তবায়নের ঐতিহাসিক রূপ পর্যালোচনা করব।

## ৭.২ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে যাকাত ব্যবস্থাপনা

নবী করিম ﷺ-ই সর্বপ্রথম যাকাতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় ও বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি যাকাত আদায় ও বিতরণের জন্য আলাদা কর্মকর্তা (عامل الزكاة) নিযুক্ত করতেন এবং যাকাতদাতাদের তালিকা রাখতেন।

**কোরআনের নির্দেশ:**

**خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا**

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, যার দ্বারা তুমি তাদের পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদের উন্নত করবে।"

*— সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৩*

**মূল বৈশিষ্ট্য:**

- যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণে স্বচ্ছতা।
- সরাসরি দরিদ্র, মিসকিন, ঋণগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ।
- যাকাত প্রদানে অবহেলা করলে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ করা হতো।

## ৭.৩ হযরত আবু বকর (রাঃ) এর যুগে

রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর কিছু কওম যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

**তিনি বলেছিলেন:**

**"والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه"**

"আল্লাহর শপথ! তারা যদি একটি উটের রশিও (যাকাতস্বরূপ) না দেয়, যা তারা রাসূলের সময় দিত, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"

*— সহীহ বুখারী: ১৩৯৯*

**ফলাফল:**

- যাকাত প্রদানের বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

- যাকাত অস্বীকারকারীকে বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয়।

## ৭.৪ হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে

হযরত উমর (রাঃ) যাকাত ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করেন। তিনি বিভিন্ন বিভাগে যাকাত সংগ্রহকারী ও হিসাবরক্ষক নিযুক্ত করেন।

**তার আমলের বৈশিষ্ট্য:**

- যাকাত আদায়ে রেজিস্ট্রেশন ও হিসাব সংরক্ষণ।
- অর্থনীতিতে যাকাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- ধনী-গরিব বৈষম্য হ্রাসে যাকাতকে একটি মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার।

## ৭.৫ হযরত উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এর যুগ

এই দুই খলিফার আমলে যাকাত ব্যবস্থাপনায় পূর্ববর্তী নীতিমালাই বহাল ছিল। তবে রাজনৈতিক সমস্যার কারণে কিছু এলাকায় শৈথিল্য দেখা দেয়। তবুও রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অটুট ছিল।

## ৭.৬ যাকাত ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য (প্রথম যুগে)

**১. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ:**

যাকাত ছিল সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে। ব্যক্তি ইচ্ছেমতো দান করতে পারত না।

2. **নির্ধারিত খাত:**

   কোরআনে বর্ণিত আট শ্রেণির বাইরে যাকাত ব্যয় করাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল (সূরা আত-তাওবা, ৯:৬০)।

3. **দরিদ্রদের উপর প্রভাব:**

   যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে মদিনা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে দারিদ্র্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়।

## ৭.৭ উপসংহার

নবী করিম ﷺ ও খলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যাকাত ছিল একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, যার মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করা হতো। এই সময়কার যাকাত ব্যবস্থা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি কার্যকর আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

# অধ্যায় ৮: আধুনিক সমাজে যাকাত ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

## ৮.১ ভূমিকা

যাকাত ইসলামের একটি ফরজ ইবাদত ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ইতিহাসে এটি গরিবদের অধিকার ও সমাজের স্থিতিশীলতার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। তবে আধুনিক সমাজে যাকাত ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, যা এর মূল উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ অধ্যায়ে এই চ্যালেঞ্জগুলোর বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য করণীয় তুলে ধরা হবে।

## ৮.২ আধুনিক সমাজে যাকাত ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ

### ১. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অভাব

বেশিরভাগ মুসলিম দেশে যাকাত আদায় ও বিতরণ ব্যক্তিভিত্তিক বা বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি সংগঠিত, বাধ্যতামূলক ও স্বচ্ছ যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রায় অনুপস্থিত।

### ২. যাকাত সম্পর্কে অজ্ঞতা

অনেক মুসলমান আজো জানেন না—

- যাকাত কারা দেবেন,
- কী সম্পদের উপর যাকাত ফরজ,
- কাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

ফলে ভুলভাবে যাকাত আদায় বা বিতরণ হয়।

### ৩. যাকাত আদায়ে অবহেলা ও গাফিলতি

অনেক মুসলমান অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হলেও নিয়মিত যাকাত আদায় করেন না। কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এ দায়িত্ব এড়িয়ে যান।

### ৪. আত্মীয়প্রীতি ও অনিয়ম

অনেক সময় যাকাত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণে পক্ষপাতিত্ব করা হয়, যার ফলে প্রকৃত দরিদ্রদের বঞ্চিত করা হয়।

### ৫. পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির ঘাটতি

ডিজিটাল যাকাত হিসাব, দাতার তথ্য সংরক্ষণ, গ্রহীতার যাচাই—এসবের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা অনেক দেশে অনুপস্থিত।

### ৬. অনুত্তরণযোগ্য দরিদ্রতা

এককালীন যাকাত বিতরণ অনেক সময় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না। ফলস্বরূপ, দরিদ্ররা বারবার যাকাতগ্রহীতা হয়েই থাকেন।

## ৮.৩ করণীয়

### ক. রাষ্ট্রীয় যাকাত তহবিল গঠন

সরকারিভাবে যাকাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য একটি স্বশাসিত "জাতীয় যাকাত বোর্ড" গঠন করা প্রয়োজন। যেমনটি মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে রয়েছে।

### খ. প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি

ডিজিটাল যাকাত পোর্টাল, মোবাইল অ্যাপ, যাকাত ক্যালকুলেটর ইত্যাদির মাধ্যমে যাকাত প্রদান সহজ ও স্বচ্ছ করা যায়।

### গ. সচেতনতা বৃদ্ধি

জুমার খুতবা, ইসলামি সেমিনার, টিভি ও সামাজিক মাধ্যমে যাকাত বিষয়ক প্রচারাভিযান চালাতে হবে।

### ঘ. দক্ষতা উন্নয়নমুখী যাকাত বিতরণ

যাকাত শুধু খাদ্য বা নগদ অর্থ দেওয়ার মাধ্যমে নয়, বরং—

- প্রশিক্ষণ,
- ক্ষুদ্র ঋণ,
- ব্যবসা সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা গঠনে ব্যয় করতে হবে।

### ঙ. স্থানীয় পর্যায়ে যাকাত কমিটি গঠন

প্রতিটি এলাকায় একটি নিরপেক্ষ যাকাত কমিটি থাকলে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সঠিক সমন্বয় সম্ভব হয়।

### ৮.৪ ইতিবাচক দিক: সম্ভাবনার নতুন দ্বার

যাকাত ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে—

- দারিদ্র্য নিরসন,
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন,
- সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

সফল উদাহরণ:

- **মালয়েশিয়ার** "Lembaga Zakat Selangor"
- **পাকিস্তানের** "Bait-ul-Mal"
- **ইন্দোনেশিয়ার** "Baznas"

## ৮.৫ উপসংহার

আধুনিক সমাজে যাকাত ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো—ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, সচেতনতার অভাব এবং রাষ্ট্রীয় অমনোযোগ। এই সমস্যাগুলোর সমাধানে রাষ্ট্র, ইসলামি প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণকে একত্রে কাজ করতে হবে। ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার মূল চালিকাশক্তি যাকাত—যদি তা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যায়, তবে দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব।

# অধ্যায় ৯: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাকাতের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

## ৯.১ ভূমিকা

যাকাত ইসলামের এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যার প্রভাব ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিস্তৃত হতে পারে। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং শরণার্থী সমস্যার প্রেক্ষিতে যাকাত ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবহারের সম্ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে—আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাকাতের বর্তমান ভূমিকা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

## ৯.২ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাকাত ব্যবস্থার বর্তমান রূপ

### ক. আন্তর্জাতিক যাকাত সংস্থা

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান যাকাত আদান-প্রদান ও বিতরণে কাজ করছে। উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো:

- **International Zakat Organization (IZO)** — ওআইসি (OIC)-এর আওতাধীন সংস্থা।
- **Islamic Relief Worldwide** — বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাকাত ভিত্তিক মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- **Muslim Aid, Human Appeal, Launch Good** ইত্যাদি।

### খ. বৈশ্বিক দারিদ্র্য মোকাবেলায় অবদান

এসব সংস্থা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল, শরণার্থী শিবির ইত্যাদি স্থানে যাকাতের অর্থ দিয়ে খাদ্য, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে।

উদাহরণ:

- সিরিয়া, ইয়েমেন, গাজা, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাকাত তহবিলের ব্যবহার।
- COVID-19 সময়ে বিশ্বব্যাপী যাকাত ফান্ড থেকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য প্রদান।

## ৯.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ

### ১. আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির অভাব

যাকাত একটি ধর্মীয় নির্দেশনা হলেও অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সরকার এতে সহায়তা করে না। ফলে এটি আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা কঠিন।

## ২. নির্ভরযোগ্যতা ও স্বচ্ছতার প্রশ্ন

অনেক যাকাত সংস্থা তাদের কার্যক্রমে যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়, যার ফলে দাতাদের আস্থা হারায়।

## ৩. বিতরণে বৈষম্য

যাকাতের অর্থ বিতরণে অনেক সময় রাজনৈতিক পক্ষপাত, জাতিগত বা ধর্মীয় বৈষম্য দেখা দেয়।

## ৯.৪ সম্ভাবনাসমূহ

## ক. আন্তর্জাতিক যাকাত প্ল্যাটফর্ম গঠন

OIC বা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (IsDB) নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় যাকাত প্ল্যাটফর্ম গঠন করে—

- যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ মানচিত্র তৈরি করা,
- গ্রহীতার সত্যতা যাচাই,
- প্রকল্পভিত্তিক যাকাত বিনিয়োগ —এসবের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব।

## খ. বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাসে যাকাত

জাতিসংঘের “Sustainable Development Goals (SDG)” অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্যে যাকাত একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

“তাদের ধনে প্রার্থীর ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।”

— সূরা আয-যারিয়াত, **৫১:১৯**

## গ. যাকাত বিনিয়োগ মডেল

- কৃষি, মৎস্য, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গঠনে যাকাত তহবিল ব্যবহার করে স্বাবলম্বী সমাজ গঠন সম্ভব।
- যাকাত দিয়ে শুধুমাত্র “দান” নয়, “উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ” করে দরিদ্র দূরীকরণকে টেকসই করা যায়।

## ৯.৫ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

- ব্লকচেইন, বিগ ডেটা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে যাকাতের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব।
- অনলাইন যাকাত ক্যালকুলেটর, রিয়েল-টাইম রিপোর্টিং, স্বয়ংক্রিয় হিসাব প্রদান ইত্যাদি উদ্ভাবন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

৯.৬ উপসংহার

যাকাত কেবল স্থানীয় বা জাতীয় বিষয় নয়—এটি একটি বৈশ্বিক নীতিমালা, যা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও

অসাম্য দূর করতে পারে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, প্রযুক্তি ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও সুশাসনের মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক যাকাত ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব, যা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অবদান রাখতে পারে।

# অধ্যায় ১০: উপসংহার ও সুপারিশমালা

## ১০.১ উপসংহার

এই গবেষণাপত্রে আমরা কোরআন ও হাদীসের আলোকে যাকাতের দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছি। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত যাকাত একটি কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতীক হয়ে আছে। যাকাত কেবল দানের মাধ্যম নয়; বরং এটি সম্পদের পুনর্বণ্টনের একটি নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

নবী করিম ﷺ ও খলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যাকাত ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সম্পূর্ণ সংগঠিত একটি ব্যবস্থা। আধুনিক সমাজে যদিও যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম, তথাপি এর ব্যবস্থাপনায় রয়েছে বহু চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও যাকাতের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে, বিশেষ করে মানবিক সংকট ও দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে।

## ১০.২ মূল বিষয়গুলোর সারাংশ

**অধ্যায় মূল প্রতিপাদ্য**

| | |
|---|---|
| ১ | যাকাত ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত ভূমিকা ও উদ্দেশ্য |
| ২ | কোরআনের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব ও বিধান |
| ৩ | হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব ও বাস্তবায়ন |
| ৪ | যাকাত ও দারিদ্র্য: ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি |
| ৫ | দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের প্রভাব |
| ৬ | যাকাত ব্যবস্থাপনায় শর্ত ও চাহিদা |
| ৭ | নবী ﷺ ও খলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যাকাত বাস্তবায়ন |
| ৮ | আধুনিক সমাজে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় |
| ৯ | আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাকাতের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা |

## ১০.৩ সুপারিশমালা

### ১. রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ

যাকাতকে ফরজ ইবাদত হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়ে বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

**২. স্বচ্ছ ও আধুনিক যাকাত ব্যবস্থাপনা গঠন**

ডিজিটাল রেজিস্ট্রি, অনলাইন পেমেন্ট, এবং স্বয়ংক্রিয় হিসাব ব্যবস্থার মাধ্যমে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সঠিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

**৩. দারিদ্র্য নিরসনে যাকাতকে উন্নয়ন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার**

এককালীন দান নয়, বরং প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ ও ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বনির্ভর করে তুলতে হবে।

**৪. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি**

যাকাতের ফিকহ, গণনা পদ্ধতি এবং খাতসমূহ সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরিতে আলেম, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমকে সক্রিয় করতে হবে।

### ৫. আন্তর্জাতিক যাকাত নেটওয়ার্ক গঠন

ওআইসি ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় যাকাত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা বিশ্বব্যাপী যাকাত ব্যবস্থাকে সমন্বিত ও কার্যকর করবে।

## ১০.৪ সমাপ্তি

যাকাত কেবল একটি ইবাদত নয়, বরং এটি একটি সামাজিক বিপ্লবের হাতিয়ার। যদি মুসলিম উম্মাহ একসাথে সংগঠিতভাবে যাকাত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে, তবে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য, অনাচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব। এই গবেষণার মাধ্যমে আশা করা যায়, ইসলামী সমাজে যাকাতের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন একটি নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পথ উন্মোচন করবে।

**সমাপ্ত**